বায়তুল মাকদিসে নবীগণের পদচারণা

আয়েশা মুহাম্মদ আল-আহলাস, দানিয়া যাকী আর-আরাওয়ী,
সারাহ আব্দুল ফাত্তাহ আল-ওয়াইসি

অনুবাদ ও সংকলন
মিফতাহুর রহমান

বায়তুল মাকদিস ফাউন্ডেশন
কুদস আমাদের অস্তিত্বের অংশ

জাগ্রত হৃদয়ের জন্য
শিউলিমালা প্রকাশন

আমাদের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বায়তুল মাকদিস কেবল একটি ভূখণ্ড কিংবা সাধারণ কোনো মসজিদ নয়; বরং হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূলের স্মৃতিধন্য, বরকতময় এক পবিত্র ভূমি। এটি সেই ভূমি, যেখানে হযরত আদম (আ.) পৃথিবীর ইতিহাসের দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন; যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর কওমকে নিয়ে হিজরত করেছিলেন; ফেরাউনের জুলুম থেকে মুক্ত হয়ে হযরত মূসা (আ.) যে পবিত্র ভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন; যেখানে হযরত মারইয়াম (আ.) বেড়ে উঠেছিলেন; হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম হয়েছিলো; এবং যেখান থেকে মিরাজের রাতে হযরত মুহাম্মদ (স.) ঊর্ধ্বগমন করেছিলেন। এটিই সেই ভূমি, যেখানে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) সকল নবী-রাসূলের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেছিলেন।

পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ তিনটি মসজিদের একটি হলো মসজিদে আকসা। শুধু তাই নয়, এটি মুসলমানদের প্রথম কিবলা, যেদিকে ফিরে মুসলমানরা প্রায় পনেরো বছর সালাত আদায় করেছিলেন। অথচ গত প্রায় আটাত্তর বছর ধরে এই পবিত্র ভূমি ইজরায়েলী দখলদারিত্ব, নিপীড়ন ও গণহত্যার নির্মম সাক্ষী হয়ে আছে।

এটি শুধুমাত্র ফিলিস্তিনের মানুষের সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিষয় নয়; বরং বায়তুল মাকদিস মুসলমানদের ঈমান ও আকিদার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লামা ইকবাল বলেছেন, “কালেমায়ে শাহাদাতের পর আমাদের সন্তানদের কুদসের শিক্ষা দিতে হবে।” কাজেই শিশুদের এই পবিত্র ভূমির সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই শিশু-কিশোরদের হৃদয়ে বায়তুল মাকদিসের প্রতি ভালোবাসা, ইতিহাসচেতনা এবং ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্য নিয়ে বায়তুল মাকদিস ফাউন্ডেশন ও শিউলিমালা প্রকাশনের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে *‘বায়তুল মাকদিসে নবীগণের পদচারণা’*–শিক্ষক সংস্করণ ও শিক্ষার্থী সংস্করণ।

আন্তর্জাতিক গবেষণার আলোকে প্রণীত এই গ্রন্থে বায়তুল মাকদিস-কেন্দ্রিক গল্প, ইতিহাস, শিখন-কার্যক্রম, অনুশীলনী এবং চিন্তাশীল উপস্থাপনার মাধ্যমে বায়তুল মাকদিসকে শিশুদের কাছে সহজ, আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

শিক্ষক সংস্করণে রয়েছে পাঠদান-পদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার কৌশল এবং কার্যকর শিখন-নির্দেশিকা। অন্যদিকে শিক্ষার্থী সংস্করণে রয়েছে গল্প, চিত্র, শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও অনুশীলনীর সমন্বয়ে আনন্দময় শেখার এক অনন্য আয়োজন।

বাংলাদেশের শিশুদের মনস্তত্ত্ব, সামাজিক বাস্তবতা এবং এখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা বিবেচনায় রেখে অনুবাদক মূল গ্রন্থের তুলনায় বাংলা সংস্করণের বিন্যাস ও উপস্থাপনায় কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংযোজন করেছেন, যাতে বইটি আমাদের শিশু-কিশোরদের জন্য আরও সহজ, প্রাঞ্জল ও উপযোগী হয়ে ওঠে।

নবীগণের পদচারণায় ধন্য এই পবিত্র ভূমির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও তাৎপর্যের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করার এক আন্তরিক প্রয়াস এই প্রকল্পটি।

আমরা আশা করি, বই দুটি শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিশু-কিশোর–সবার জন্যই সমানভাবে উপকারী হবে, ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের অন্তরে বায়তুল মাকদিসের প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করুন এবং আমাদের সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন। আমীন।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। সালাম ও দরূদ প্রেরিত হোক মানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স.)-এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সকল সাহাবিদের উপর।

ইসলামী শিক্ষা এমন একটি ব্যবস্থা, যা মানুষের জীবন পরিচালনার মৌলিক ভিত্তি গড়ে তোলে। মানুষের চিন্তা, চরিত্র, আচরণ, আখলাক ও মূল্যবোধ গঠনে এই শিক্ষা একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন–সব ক্ষেত্রেই ইসলামী শিক্ষার গভীর প্রভাব রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা শুধু জ্ঞান অর্জনের বিষয় নয়, বরং এটি মানুষ গড়ার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া। আত্মশুদ্ধি, নৈতিক পরিশুদ্ধতা, চিন্তার পরিপক্বতা, দায়িত্ববোধ ও আল্লাহভীতি–সবকিছুই এই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই মুসলিম আলেমগণ শিক্ষার গুরুত্বকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। তারা শিক্ষা কার্যক্রমকে ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছেন এবং শিক্ষাদানকে একটি মহান দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে শিক্ষা ছিলো সমাজ সংস্কারের প্রধান মাধ্যম। কেননা, ইসলামের প্রথম নাযিলকৃত আয়াতগুলোই মানুষকে শিক্ষার দিকে ধাবিত করে থাকে। সেই আয়াতগুলোর অর্থ আমাদেরকে বলে–

> اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ *
>
> অর্থ : "পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত থেকে; পড়ো, তোমার রব অতিশয় দয়ালু; যিনি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে; এবং শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।"

শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো কোরআন ও সুন্নাহ। এই শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য কেবল তথ্য প্রদান করা নয়, বরং মানুষকে ভেতর থেকে গঠন করা, চরিত্র নির্মাণ করা এবং মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে গড়ে তোলা। ইসলামী শিক্ষা মানুষকে এমনভাবে গড়ে তোলে, যাতে সে :

- সঠিক চিন্তা করতে শেখে;
- ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য বুঝতে পারে;
- উন্নত আখলাক ও মূল্যবোধের অধিকারী হয়;
- দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে;

- সমাজের কল্যাণে কাজ করে;
- এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে জীবনের মূল লক্ষ্য বানায়।

এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও দর্শনকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য। এতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে–

- শিক্ষার প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য;
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দায়িত্ব ও ভূমিকা;
- পাঠদান পদ্ধতি ও শিখন কৌশল;
- পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবই প্রণয়নের দৃষ্টিভঙ্গি;
- মূল্যায়ন, পরীক্ষা ও পরিমাপের ইসলামী দৃষ্টিকোণ;
- নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের গুরুত্ব;
- আত্মশুদ্ধি ও আদর্শ মানুষ গড়ার প্রক্রিয়া।

এখানে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, ইসলামী শিক্ষা কেবল ধর্মীয় শিক্ষা নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। বইটিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি জীবন্ত প্রক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে শিক্ষা মানে শুধু মুখস্থবিদ্যা নয়, বরং চিন্তাশক্তির বিকাশ, ব্যক্তিত্ব গঠন, মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং মানবিকতার বিকাশ। তাই এই গ্রন্থের লক্ষ্য হলো এমন মানুষ তৈরি করা, যারা–

- জ্ঞানী ও যোগ্য হবে;
- নৈতিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হবে;
- চিন্তা ও সৃজনশীলতায় সক্ষম হবে;
- দায়িত্বশীল ও সমাজসেবী হবে;
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ একটি প্রজন্ম হয়ে উঠবে;
- এবং আল্লাহভীরু চরিত্রের অধিকারী হবে।

এই বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয় যেহেতু বায়তুল মাকদিস, তাই উপরোক্ত চিন্তাকে ধারণ করেই সাত থেকে আঠারো বছর বয়সী জ্ঞানপিপাসু শিশু-কিশোরদের জন্য বায়তুল মাকদিসের ইতিহাস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি নিয়ে এই বইটি সাজানো হয়েছে।

লেখন পদ্ধতি ও তা অনুসরণের উদ্দেশ্য :

বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে এই বইটিকে সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে করে বায়তুল মাকদিসের শিক্ষার্জনের পাশাপাশি একজন শিক্ষার্থী তার দ্বীনি শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা পেয়ে থাকে।

এই বইয়ের উদ্দেশ্য হলো, বায়তুল মাকদিসের বিষয়বস্তুকে এমনভাবে আলোচনা করা, যাতে–

- এই বিষয়টি আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা যায়;

- বায়তুল মাকদিসকে নিয়ে জ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন উৎস ও শিক্ষাসামগ্রীর মাঝে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়;
- মাকদিস নিয়ে জ্ঞানগত লক্ষ্য, দক্ষতাভিত্তিক লক্ষ্য এবং কর্মভিত্তিক লক্ষ্যকে সমন্বয় করা যায়;
- বায়তুল মাকদিস নিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র চিন্তাগত পার্থক্যকে বিবেচনায় রাখা যায়;
- শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে মাকদিস নিয়ে শিক্ষার্থীদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ধারাবাহিক উন্নয়ন ও সংশোধনের সক্ষমতা তৈরি করা যায়।

শিক্ষার্থীর বয়স ও বিদ্যালয় :

এই বইটি ৭-১৫ বছর বয়সীদের উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয়েছে।

আর এই বইটি বিভিন্ন বিদ্যালয়, গবেষণা কেন্দ্র, চিন্তাকেন্দ্র (থিংক ট্যাঙ্ক) এবং একাডেমিক কেন্দ্রগুলোতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও, শিক্ষামূলক প্রকল্প ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহৃত হতে পারে।

বইয়ের ধরন :

আমাদের এই প্রকল্পে তিন খণ্ডের বই প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে, যার প্রথম বই এটি। আর এই তিন খণ্ডের প্রতিটিরই দু'টি করে বই থাকবে– একটি শিক্ষকদের জন্য এবং অপরটি শিক্ষার্থীদের জন্য।

শিক্ষকদের বইটিতে একজন শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হবে। তিনি কীভাবে ও কোন পন্থায় শিক্ষার্থীদের মাঝে মাকদিসের আলোচনা তুলে ধরবেন তা দেখানো হয়েছে। আর শিক্ষার্থীদের বইটিতে একজন শিক্ষার্থীর জন্য যে যে উপকরণ প্রয়োজন, তা থাকবে; যেমন- গল্প, ছবি, অনুশীলনী, বুদ্ধির খেলা ইত্যাদি।

এছাড়াও, প্রয়োজন অনুসারে প্রতিটি অধ্যায়কে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–

- অধ্যায়ের নাম ও পরিচয়;
- অধ্যায় পাঠের উদ্দেশ্য;
- অধ্যায়ের ভূমিকা;
- মূল পাঠ ও সারাংশ;
- প্রয়োজন অনুসারে খেলার উপকরণ দেওয়া;
- ছবি অঙ্কন অনুশীলনী;
- সকলের জন্য শিক্ষা;
- মাকদিসের সাথে সম্পৃক্ততা;
- মাকদিসের প্রতি ভালোবাসা তৈরি ইত্যাদি।

পরিশেষে, এই বইয়ের পেছনে সামগ্রিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি উম্মাহর মহান মুজাহিদ, *গ্লোবাল সিভিলাইজেশনাল নলেজ প্রোজেক্ট*-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. আব্দুল ফাত্তাহ আল-ওয়াইসির প্রতি। এছাড়াও, আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. খালেদ আব্দুল ফাত্তাহ আল-ওয়াইসি, কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহের ইউনুস আবু মানশার এবং জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়তুল মাকদিসের উপর ডিগ্রী অর্জনকারী উস্তাজা সারাহ আব্দুল ফাত্তাহ আল-ওয়াইসি–সহ আমাদের এই প্রকল্পের কাজে সহযোগিতা প্রদানকারী প্রতিটি কৃলবের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মহান রব আমাদের সকলের পরিশ্রমকে সহজ করে আমাদের সকলকে বায়তুল মাকদিসের জন্য কবুল করুক, এই দোয়া করি। আমীন।

মা'আস-সালামাহ

আয়েশা মুহাম্মদ আল-আহলাস

দানিয়া যাকী আর-আরাওয়ি

সারাহ আব্দুল ফাত্তাহ আল-ওয়াইসি

আঙ্কারা, ইস্তাম্বুল (তুরস্ক)

মহররম ২৭, ১৪৪২ হিজরী

সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
হযরত আদম (আ.) ও বায়তুল মাকদিস ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
হযরত ইবরাহীম (আ.) ও বায়তুল মাকদিস ২০

তৃতীয় অধ্যায়
হযরত মূসা (আ.) ও বায়তুল মাকদিস ২৮

চতুর্থ অধ্যায়
হযরত ঈসা (আ.) ও বায়তুল মাকদিস ৩৪

পঞ্চম অধ্যায়
হযরত মুহাম্মদ (স.) ও বায়তুল মাকদিস ৪০

ষষ্ঠ অধ্যায়
বরকতময় মসজিদে আকসা ও বায়তুল মাকদিস ৫৩

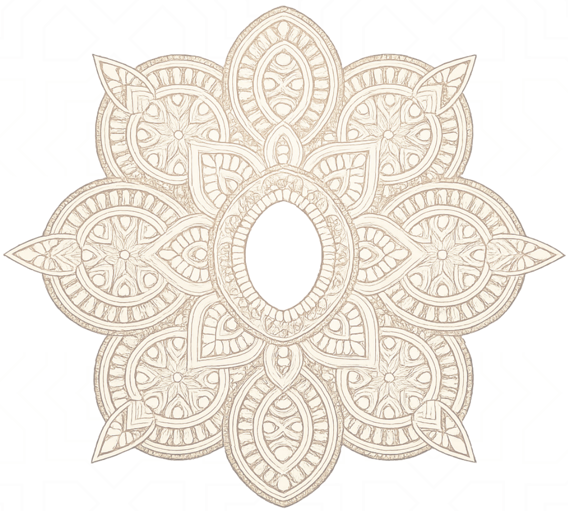

প্রথম অধ্যায়

পাঠের নাম : হযরত আদম (আ.) ও বায়তুল মাকদিস

পাঠের উদ্দেশ্য :

- মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসার সাথে হযরত আদম (আ.)-এর সম্পর্ক তুলে ধরা।
- মসজিদ-দু'টি নির্মাণের ইতিহাস বর্ণনা।
- মসজিদে আকসা নিয়ে আবু যর (রা.)-এর হাদীস বর্ণনা।
- মসজিদে হারাম নিয়ে সূরা ইমরানের আয়াত বর্ণনা।

পাঠ থেকে যা যা শেখা যাবে :

- আল্লাহ তায়ালাই এই মসজিদ-দু'টি বানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন—এটি জানতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা এই মসজিদ-দু'টির ইতিহাস সম্পর্কে জানবে।
- সূরা ইমরানের আয়াত এবং আবু যর (রা.)-এর হাদীস সম্পর্কে জানবে।
- শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু পরিভাষা শিখবে।
- হযরত আদম (আ.)-এর সাথে এই মসজিদ-দু'টির সম্পর্ক বুঝতে পারবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ক্লাসের সময় পাঠের চাহিদা অনুযায়ী একজন শিক্ষকের যতগুলো ছবি ও ভিডিও-র প্রয়োজন হবে, তিনি ততগুলোই প্রজেক্টর বা বোর্ডে প্রদর্শন করাবেন। এক্ষেত্রে, শিক্ষার্থী সংস্করণে প্রকাশিত ছবিগুলো হুবহু তুলে ধরাটা বাঞ্ছনীয় নয়। মূলত, শিশু-মননে আকসার চেতনা ফুটিয়ে তোলাটাই আসল উদ্দেশ্য।

মূল পাঠ :

সালাম দিয়ে একজন শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করবেন।

সবার সাথে কুশালদি বিনিময় শেষে ক্লাসে দাঁড়িয়ে প্রথমেই তিনি পৃথিবীর নান্দনিকতা বর্ণনা করবেন এবং প্রজেক্টর বা বোর্ডে দুইটি ছবি দেখাবেন।

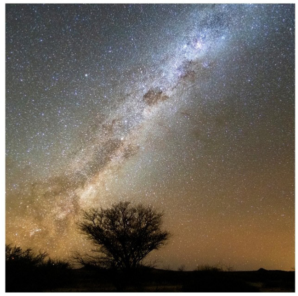

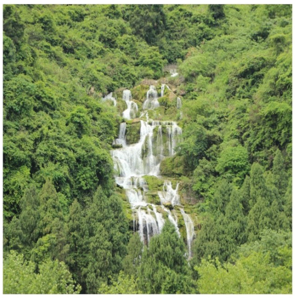

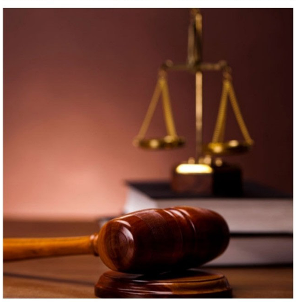

এরপর আমাদের এই পৃথিবীতে মানুষের আগমনের পেছনে যে তাওহীদ, ইবাদত, ইমারত-এর মতো উদ্দেশ্য রয়েছে, তা সহজভাবে বর্ণনা করবেন। পৃথিবীতে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে শিক্ষক গাজার মানুষের ঈমানী দৃঢ়তা, আখলাকী সৌন্দর্য এবং আত্মবিশ্বাসের উদাহরণ টানবেন। এভাবেই ইবাদতের ক্ষেত্রে সালাতের বর্ণনার মাধ্যমে কাবার ছবি দেখাবেন।

কাবার ছবি দেখানোর পর শিক্ষক বলবেন,
"আচ্ছা দেখো তো, এই ছবিটাকে তোমরা চিনতে পারো কি-না?
হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো। এটা হচ্ছে কাবা। এর আরেক নাম বাইতুল্লাহ। এটি আমাদের কিবলা। আমরা প্রতিদিন পাঁচবার এই দিকে ফিরেই নামাজ আদায় করি।"

তিনি আরো বলবেন,
"তোমরা কি জানো, এই ঘরটি পৃথিবীর ইতিহাসে তৈরি সর্বপ্রথম কোনো ঘর বা স্থাপনা?
অবাক হওয়ার কিছুই নেই। এটি আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন। তিনি সূরা আল-ইমরান-এর ৯৬ নম্বর আয়াতে বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَهُدًى لِّلْعٰلَمِينَ *

অর্থাৎ, 'মক্কায় অবস্থিত কাবা হচ্ছে সেই ঘর, যে ঘরটিকে মানুষেরা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম তৈরি করেছিলো। আর এই ঘরটি হচ্ছে বরকতময় এবং বিশ্বজগতের জন্য হেদায়েতস্বরূপ।'"

এই সময় সম্ভব হলে এই আয়াত সকলকে মুখস্থ করিয়ে নিতে হবে।

এরপর তিনি সময়ের তারতম্যের সাথে কাবাঘরের ডিজাইনের পরিবর্তন নিয়ে বলবেন,
"তবে, তোমরা আবার এটা মনে করো না যে, আজকে আমরা কাবার যে গিলাফ ও ডিজাইন দেখি, পৃথিবীর শুরুতেও তেমনি ছিলো। না, তখন মোটেও এমন ছিলো না। কাবার গায়ে তো দীর্ঘ সময় কোনো গিলাফই ছিলো না। বাহির থেকে তখন কাবার দেয়ালের পাথরগুলো স্পষ্ট দেখা যেতো।"

এরপর তিনি মসজিদে আকসার ছবি দেখাবেন। এবং বলবেন,
"এবার বলো, এটা কীসের ছবি?
হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মাসজিদে আকসা। আমরা একে বায়তুল মাকদিস বা বায়তুল মুকাদ্দাস নামেও জানি। কিন্তু, মাসজিদে আকসা আর বায়তুল মাকদিস আলাদা। মাসজিদে আকসা যেই স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানের নাম হচ্ছে বায়তুল মাকদিস।"
"তোমরা কি জানো, কাবা এবং মাসজিদে আকসা-র মধ্যে একধরনের সম্পর্ক রয়েছে?
কাবা ও মাসজিদুল আকসা-র মধ্যকার সেই সম্পর্কটা বিস্ময়কর।
কেন জানো?"

এই দু'টি প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে উত্তর নেওয়া চেষ্টা করবেন শিক্ষক।

এরপর তিনি বলবেন,